দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 08 MAY 2007
পৃষ্ঠা ১

এইচএসসিঃ নকল রোধে কঠোর ব্যবস্থা পরীক্ষার্থী ৫ লক্ষ ৪১ হাজার ৪১৭

॥ ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥

আগামী বৃহস্পতিবার থেকে সারাদেশে শুরু হচ্ছে এইচএসসি, আলিম এবং এইচএসসি (বিএম) পরীক্ষা। এ বছর দেশের ৭টি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে এইচএসসি, আলিম ও এইচএসসি (বিএম) পরীক্ষায় মোট ৫ লাখ ৪১ হাজার ৪১৭ জন পরীক্ষার্থী অংশ নেবে। তন্মধ্যে ছাত্রের সংখ্যা ৩ লাখ ৬ হাজার ৬০৮ জন এবং ছাত্রীর সংখ্যা ২ লাখ ৩৫ হাজার ২০৯ জন। শুধু এইচএসসি পরীক্ষায় অংশ নেবে ৪ লাখ ৪০ হাজার ২৪৮ জন পরীক্ষার্থী। তন্মধ্যে ছাত্রের সংখ্যা ২ লাখ ৪২ হাজার ৮৬৫ জন এবং ছাত্রীর সংখ্যা ১ লাখ ৯৭ হাজার ৩৮৩ জন। এ বছর এইচএসসি পরীক্ষায় মোট ৩ হাজার ১৬২টি কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা অংশ নিচ্ছে। পরীক্ষা কেন্দ্রের সংখ্যা থাকবে ১ হাজার ৭টি। এছাড়া আলিম পরীক্ষায় ১৬ হাজার ৫৭২ জন ছাত্রীসহ ৫২ হাজার ৩৪ জন (২য় পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

এইচএসসি

(প্রথম পৃঃ পর)

শিক্ষার্থী এবং এইচএসসি (বিএম) পরীক্ষায় ১৬ হাজার ৬৯৪ জন ছাত্রীসহ ৩২ হাজার ৮৪১ জন পরীক্ষার্থী অংশ নেবে। আলিম পরীক্ষায় মোট মাদ্রাসার সংখ্যা ২ হাজার ৬৭৯ এবং কেন্দ্রের সংখ্যা ৩৪৫টি। এছাড়া দেশের বাইরে রিয়াদ, জেদ্দা, লিবিয়া, আবুধাবী ও দোহায় ৫টি কেন্দ্রে এইচএসসি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। গতকাল সোমবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে এ তথ্য দেয়া হয়। অনুষ্ঠানে শিক্ষা উপদেষ্টা আইয়ুব কাদরী এইচএসসি ও আলিম পরীক্ষা শান্তিপূর্ণ ও সুষ্ঠু এবং নকলমুক্ত পরিবেশে অনুষ্ঠানে সকল প্রস্তুতির কথা উল্লেখ করে বলেন, পরীক্ষায় কোন ছাত্র-ছাত্রী নকলের আশ্রয় নিলে তার বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেয়া হবে। পাশাপাশি নকলে সহায়তা করলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকের বিরুদ্ধেও কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে। তিনি বলেন, নকলের সঙ্গে জড়িত শিক্ষকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট স্কুলের এমপিওভুক্ত বাতিলসহ অন্যান্য ব্যবস্থা নেয়া হবে। সাংবাদিক সম্মেলনে বলা হয়, অন্যান্য বছরের মত ছাত্র-ছাত্রীদের কেন্দ্রে প্রবেশপথে নকল আছে কিনা পরীক্ষা করা হবে। প্রয়োজনে পরীক্ষা পরিদর্শকগণ হলের ভিতরেও তল্লাশি করতে পারবেন। শিক্ষা উপদেষ্টা বলেন, দেশে এখন বিভিন্ন পরীক্ষায় নকল কমেছে, স্কুলের শূন্য পাসের হার কমেছে এবং সার্বিকভাবে পাসের হার বেড়েছে।

কারিগরি শিক্ষা ক্ষেত্রে দুর্নীতি নেই- সংশ্লিষ্ট একজন কর্মকর্তার জবাব নাকচ করে দিয়ে শিক্ষা উপদেষ্টা বলেন, শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতি নেই এটা ঠিক নয়। সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, দেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য একটি সমন্বিত নীতিমালা প্রণয়নের চিন্তা-ভাবনা হচ্ছে। তিনি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের আউটার ক্যাম্পাসের অনুমোদন দেয়া হবে না বলে জানান। তিনি বলেন, প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের টিউশন ফিস নিয়ন্ত্রণের কোন ইচ্ছা সরকারের নেই। তবে তিনি শিক্ষার মান বজায় রাখা এবং কথিত কিছু কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্টিফিকেট ব্যবসা বন্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের কথা জানান।

এদিকে, এইচএসসি পরীক্ষায় বোর্ড অনুযায়ী পরীক্ষার্থী সংখ্যা হচ্ছেঃ ঢাকা বোর্ড ১ লাখ ২৯ হাজার ১৭৯ জন, রাজশাহী বোর্ড ১ লাখ ৪ হাজার ৩৯৪ জন, কুমিল্লা বোর্ড ৪৬ হাজার ৫৭৩ জন, যশোর বোর্ড ৮০ হাজার ৫৩৫ জন, চট্টগ্রাম বোর্ড ৩৭ হাজার ৭৬৪ জন, বরিশাল বোর্ড ২৪ হাজার ৫৯৯ জন এবং সিলেট বোর্ড ১৭ হাজার ২০৪ জন ছাত্র-ছাত্রী।

এছাড়া এইচএসসি ও আলিম পরীক্ষায় ২০০৬ সালের চেয়ে ২০০৭ সালে ২৩ হাজার ১৫৪ জন ছাত্রী বেড়েছে। এছাড়া বিদেশের ৫টি কেন্দ্রে ১৬৬ জন পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দেবে। সাংবাদিক সম্মেলনে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সচিবগণ এবং ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

বেসরকারি শিক্ষকরা জুলাই থেকে শতভাগ বেতন পাবেন স্থানীয় আয় সরকার নেবে না

চলতি বছরের জুলাই থেকে এমপিওভুক্ত বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতনের শতভাগ প্রদান করবে সরকার। একই সঙ্গে বিদ্যালয়সমূহ হতে স্থানীয়ভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট থেকে বিভিন্ন ফিস হিসেবে আদায়কৃত প্রায় ২ শত কোটি টাকা সরকারকে জমা দিতে হবে না। বিগত সরকার বিদ্যালয়সমূহের আয় সরকারি কোষাগারে জমা দেয়ার নিয়ম চালু করেছিল। সাংবাদিকদের অপর এক প্রশ্নের জবাবে শিক্ষা উপদেষ্টা আইয়ুব কাদরী এ কথা বলেন।